Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২ ফেব্রুয়ারি , ২০১৬

৩৯ বর্ষ ৫ সংখ্যা ১ ফেব্রুয়ারি,২০১৬, সোমবার, ১৭ মাঘ,১৪২২

পালিত হল প্রজাতন্ত্র দিবস

সম্প্রীতি ও সংহতির জন্য মানববন্ধনে সি পি আই(এম)

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : সারা দেশে যখন অসহিষ্ণুতা বেড়ে চলেছে এবং ধর্মনিরপেক্ষতা আঘাত পাচ্ছে ঠিক তখনই বামপন্থীরা ৬৭তম সাধারণতন্ত্র দিবসে মানব বন্ধন করে ঐক্যের বার্তা দিলেন। ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে সি পি আই(এম)-এর উদ্যোগে সারা দেশের সঙ্গে বর্ধমানেও কার্জন গেটে মানব বন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। এদিন টাউন হল থেকে কার্জনগেট পর্যন্ত রাস্তার দু-পাশে সারিবদ্ধ মানুষ ঐক্য ও সম্প্রীতির পক্ষে এবং রাজ্যে ও সারা দেশে রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে শ্লোগান দেন। শপথবাক্য পাঠ করান সি পি আই(এম) জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক। মানব বন্ধনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন সি পি আই(এম) জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য আইনুল হক।

শপথবাক্য : ভারত একটি বহু ভাষা, বহু জাতি এবং বহু ধর্মের মিলনভূমি। আজ ২৬ জানুয়ারি, ২০১৬ আমাদের দেশের ৬৭তম সাধারণতন্ত্র দিবসে আমি ভারতবাসী হিসাবে শপথ গ্রহণ করছি যে, দেশের সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয় সংহতি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং জনগণের অর্জিত অধিকার রক্ষার জন্য যে-কোন ধরনের আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকবো।

সি পি আই(এম)-এর তহবিলে টাকা দিলেন প্রয়াত কৃষ্ণচন্দ্র হালদারের পরিবার

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৯ জানুয়ারি : স্বাধীনতা সংগ্রামী কমিউনিস্ট ও প্রাক্তন মন্ত্রী ও প্রাক্তন সাংসদ প্রয়াত কৃষ্ণচন্দ্র হালদার-এর পরিবারের পক্ষ থেকে সি পি আই(এম) সংগ্রামী তহবিলে ৭০ হাজার তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও উত্তরবঙ্গে চা বাগিচার অনাহারে মৃত শ্রমিক পরিবারের জন্য ৩০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। এদিন সি পি আই(এম) বর্ধমান শহর জোনাল কমিটির দপ্তরে জোনাল সম্পাদক তাপস সরকারের হাতে এই টাকা তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন আইনুল হক, অপূর্ব চ্যাটার্জি, তরুণ রায় সহ অন্যান্য নেতৃবন্দ। এর আগেও প্রয়াত কৃষ্ণচন্দ্র হালদার-এর পরিবারের পক্ষে পার্টি তহবিলে অর্থ সাহায্য করা হয়েছে।

দুঃসাহসিক ডাকাতি বর্ধমান শহরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ ফেব্রুয়ারি : বর্ধমান শহরে আবার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিয়েছে। ক'দিন আগে এ টি এম ডাকাতি হওয়ার পর আবার চারটি জায়গায় বড়সড় ডাকাতি হয় গতকাল মধ্যরাত্রে। ডাকাতদের সঙ্গে সংঘর্ষে চারজন সুরক্ষা কর্মী গুরুতর আহত হন। ডাকাতদের গুলিতে চারজন সুরক্ষাকর্মী আহত হয়ে বর্ধমান হাসপাতালে ভর্তি হন। আহতরা হলেন অসীম তা, শামশুর আলম, সুকুমার দাস, ধনঞ্জয় কুণ্ডু। ডাকাতরা হানা দেয় জি টি রোডে একটি বাইক ও ট্রাক্টর শো-রুমে, পেট্রোল পাম্পে, একটি অনুষ্ঠান বাড়ি ও একটি বেসরকারি ফাইনান্স প্রতিষ্ঠানে। এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

২৮ জানুয়ারি সি পি আই(এম)-এর মহাসমাবেশ বর্ধমানে

আইনের শাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ জানুয়ারি : রক্ত দেব, তবু ভোট লুট হতে দেব না—আগামী বিধানসভা নির্বাচনে। এমনই শপথ নিয়ে ফিরলেন হাজার হাজার মানুষ, বামফ্রন্টের ডাকে কার্জন গেটে বিশাল সমাবেশে থেকে। মানুষের প্রতিরোধে ভোট লুট আটকে দিয়ে তৃণমূলকে হটাবে রাজ্য থেকে পরে দেশ থেকে হটাবে বিজেপিকে। এমনই বক্তব্যের সুর ভেসে উঠলো সমাবেশ থেকে।

জেলা বামফ্রন্টের ডাকে এদিন অবাধ-সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ নির্বাচন, কৃষকের ফসলের দাম, বোরো চাষে জল, সব বেকারের কাজ, নারীদের সমমানের দাবিতে সমাবেশ হয়। সমাবেশ শেষে দাবির সপক্ষে ডেপুটেশন দেওয়ার কথা থাকলেও জেলাশাসক কথা দিয়ে না থাকার কারণে প্রতিবাদ দেখায় নেতৃত্ব। জেলাশাসকের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ বামফ্রন্ট।

শুধু মানুষ আর মানুষ। কার্যত জনসমুদ্রের চেহারা নেয়। এযাবৎকালে বর্ধমান শহরের মানুষ কার্জন গেটে এই জনসমুদ্র দেখে নি। কার্যত জি টি রোডের স্টেশন চত্বর থেকে বীরহাটা পর্যন্ত শুধু মানুষ আর মানুষ। পথচলতি মানুষকে বলতে শোনা গেল এবার লালঝাণ্ডা নেমেছে। রাজ্যটা এবার মুক্তি পাবে অপশাসন থেকে। দুপাশের ব্যবসাদাররা হাসিমুখে এই অবরুদ্ধ অবস্থাকে মেনে নিয়েছে। জনৈক ব্যবসাদার বলেই ফেললেন, দাদা সবই তো দেখছি—ভোট দিতে পারবো তো? পুরসভা ভোটে ভোট দিতে পারিনি। এবার কী হবে বলুন? তাজা তিনটি যুবক সুরজিত সরকার, অভিজিত সরকার এবং শিবু দাস উত্তেজিত হলেন—জানেন পুরসভা ভোটে এজেন্ট ছিলাম। মেরে বার করে দেয়। এবার সে ক্ষমতা হবে না। পাড়ার সমস্ত লোক জোট বেঁধেছে। এবার ভোট লুট আটকে দেব। জীবন বাজি রেখেও একাজ করতে হবে। কেন জানেন? গত পাঁচ বছরে রাজ্যটা শ্মশান হয়েছে। ভোট লুট করে যদি আবার ক্ষমতায় আসে, চাকরি হবে না শুধু তাই নয়, গোটা যুবসমাজ পঙ্গু হয়ে যাবে। সমাবেশে আসা কালনা থেকে বাবুলাল মুর্মু (ভাগচাষি) এবং বাদল ঢক (ক্ষেতমজুর) জানালেন এই সরকার মাথা তুলে কথা বলতে তো দেয়ই না। ধানের দাম নেই, কাজও নেই। ১০০ দিনের কাজও নেই। যেটুকু আছে সেখানে আবার স্বজনপোষণ হচ্ছে। দমবন্ধ অবস্থায় আছি। তাই এসেছি সমাবেশে বার্তা নিতে।

সমাবেশে সভাপতির ভাষণে অমল হালদার রাজ্য সরকারের চরম ব্যর্থতার কথা তুলে ধরেন। রাজ্যে এখন নৈরাজ্যের বাতাবরণ চলছে। খুন, জখম, ধর্ষণ নিত্যদিনের ঘটনা। এই সরকার ক্ষমতায় এসেই মানুষের নেতা প্রদীপ তা, কমল গায়েন সহ জেলাতে ৩১ জনকে খুন করে। মিথ্যা মামলায় বামপন্থীদের ব্যতিব্যস্ত করেছে। ১১২ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। টেট পরীক্ষায় দুর্নীতি। শিক্ষাতে নৈরাজ্য, বেকারদের কাজ নেই, চাষির ফসলের দাম নেই। ক্ষেতমজুরদের কাজ নেই। শিল্পাঞ্চল ধুঁকছে। কর্মচারীদের ডি এ নেই। সব মিলিয়ে এক চরম ক্ষতির মুখে মানুষ। বর্ধমান শহরের ব্যবসাদাররাও সুখে নেই। বর্ধমান পুরসভাকে হুকিং পুরসভা বলে কটাক্ষ করেন। হুকিং করে যেমন বিদ্যুৎ চুরি করা হয়, তেমনি এই পুরসভা চুরি করে ক্ষমতায় এসেছে। এসেই তিনকোনিয়া বাসস্ট্যাণ্ড তুলে দিয়ে কার্যত বর্ধমান শহরকে শুকিয়ে দিয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়ায় তার ছাপ ব্যবসায় এসে পড়ছে। সবশেষে তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান, জেলার শহিদদের রক্ত যেন ব্যর্থ না হয় তার জন্য ভোটলুট আটকাতেই হবে। বুথে বুথে প্রতিরোধের বাহিনী গড়তে হবে।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সি পি আই(এম) জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক, আব্দার রাজ্জাক মণ্ডল, ফরওয়ার্ড ব্লকের ফজলুল হক, জয়ন্ত মিত্র, আর.এস.পি-র আর. সি. সিং প্রমুখ। এছাড়া মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সি পি আই(এম) নেতা আইনুল হক, বংশগোপাল চৌধুরী প্রমুখ।

পারশ তেওয়ারি স্মরণে বিশাল জনসভা পানাগড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পানাগড়, ২৬ জানুয়ারি : জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সর্বস্তরের কাঁকসা ও সন্নিহিত অঞ্চলের মানুষ স্মরণ করলেন তাঁদের আপনজন ও জননেতা, সি পি আই(এম) বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য পারস তেওয়ারিকে। গণতন্ত্র রক্ষা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের বিরুদ্ধে সম্প্রীতি ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বস্তরের মানুষের দৃঢ় মৈত্রী ও সংগ্রামের মধ্যেই বেঁচে থাকবেন পারস তেওয়ারি —বললেন সভার প্রধান বক্তা সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক অমল হালদার। বর্ধমান জেলা কমিটি আহূত এই স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় প্রয়াত পারস তেওয়ারির পেশাগত কর্মক্ষেত্র পানাগড় বাজার হিন্দি হাইস্কুলের মাঠে। সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের প্রবীণ সংগঠক ও নেতা রথীন রায়। শোককবার্তা পাঠিয়েছেন প্রাক্তন পলিটব্যুরো সদস্য নিরুপম সেন। শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করেন দলের জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক। তিনি তাঁর বক্তব্যে মানুষ ও

কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে পারসজির বিরলতম গুণাবলী তুলে ধরেন। সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য বীরেশ মণ্ডল ও দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও বিধায়ক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী।

প্রয়াত পারস তেওয়ারির স্মরণে লিখিত সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে সভা শুরু হয়। দলের সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি পানাগড় সন্নিহিত অঞ্চলের বহু বিশিষ্টজন তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। উপচে পড়া হিন্দিভাষী, পাঞ্জাবী সমাজ, ব্যবসায়ী সমাজ, কাঁকসার জঙ্গলমহলের আদিবাসী থেকে শুরু করে সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষ সমবেত হন। সমাবেশ এতোটাই বিশাল আকার নিয়েছিল যে বহু মানুষের স্থান সঙ্কুলান হয়নি। রাস্তায় মাইকের নিচে দাঁড়িয়ে তাঁরা এই স্মৃতিচারণা শুনেছেন।

নতুন চিঠি

১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

বিধানসভার নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক ঘোরপ্যাঁচ

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। কেন্দ্র জানিয়েছে এবার ব্যাপক কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করে ভোট করানো হবে। যাতে সঠিকভাবে ভোট হতে পারে। অন্যদিকে কংগ্রেসের সঙ্গে বামপন্থীদের ভোট-জোটের প্রশ্ন নিয়ে রাজনৈতিক বাজার সরগরম। বাস্তবে তা হবে কিনা, সে প্রশ্নে চূড়ান্ত কিছু বলার মতো পরিস্থিতি এখনও তৈরি হয়নি। তবে সত্যিই যদি এমনটা হয়, তাহলে তৃণমূলের উৎকণ্ঠার কারণ আছে বৈকি!

এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের শাসানিও বাড়তে শুরু করেছে। সেই সুরই ধরা পড়েছে শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রে পরম প্রিয় 'দক্ষ সংগঠক' কেষ্ট তথা অনুব্রত মণ্ডলের বক্তব্যে। কী করে ভোট 'করিয়ে' নিতে হয় তা তিনি জানেন, কাজেই এসবে তিনি আদৌ ভয় পাননা। বোলপুরের দলীয় কর্মী সম্মেলনে তিনি সদর্প ঘোষণা করেছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী যতই চাপ সৃষ্টি করুন না কেন, কী করে ভোট করিয়ে নিতে হয় তা তিনি জানেন। পাঁচ আঙুলে তিনি ভোট করিয়ে নেবেন। তৃণমূলের ভোটের পদ্ধতি এরকমই। কেন্দ্রীয় বাহিনী যতই আসুক, ভোটকেন্দ্রকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করুক, বিরোধী ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভয় দেখানোকে তো আর ঠেকাতে পারবে না। তবে এর ফলাফলও নির্ভর করে বিরোধীরা কতটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে, তার উপর। সেই প্রতিরোধের সম্ভাবনাও বাড়ছে। তাই তৃণমূল একটু চিন্তিত বই কি! তৃণমূল নেত্রী ভোটের আগে কথাবার্তায় একটু সংযত থাকার নির্দেশ দিলেও অনুব্রত সে সবের ধার ধারেন না। তাঁর এলাকায় প্রার্থী কে হবে এবং কত ভোটে কাকে জেতাবেন তাও সদর্পে ঘোষণা করে দিয়েছেন। কোনো সিটেই হারবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। নানুরে গদাধর হাজরা এবং বোলপুরে চন্দ্রনাথ সিংহ ৪০-৫০ হাজার ভোটে জিতবে। এ কে ঠেকানোর ক্ষমতা কারুর নেই।

কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের তড়পানিও কতটা আসল বা কতটা কৌশল তা নিয়েও বিরাট সন্দেহের অবকাশ রয়ে গেছে। রাজ্য সভায় বিজেপির সংখ্যা গরিষ্ঠতার জন্য তৃণমূলকে অবশ্যই দরকার। তাছাড়া বামপন্থীদের জিতবার কোনো সুযোগ করে দেওয়ার পথে বিজেপি হাঁটবে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। বাইরে হুমকি ও তলে তলে তৃণমূলের সঙ্গে আতাঁতের বিষয়টি বিজেপির অন্যতম রণকৌশল। ভবিষ্যতে কী হবে ভবিষ্যতই তার জবাব দেবে। কিন্তু বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধির প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

অন্বেষা স্মরণে 'অরিত্র'-র একটি মঞ্চসফল নাটক 'মোটেরামের সত্যাগ্রহ'

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : অশোক ব্যানার্জীর কন্যা অন্বেষা ব্যানার্জী তোতা নামেই বর্ধমানে সমধিক পরিচিত। অভিনয়, গান এবং আবৃত্তিতে সে সমান পারদর্শী ছিল। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশ নিয়েছে। সুদীর্ঘ কবিতা আবৃত্তিতে অনায়াস দক্ষতা মুগ্ধ করতো শ্রোতাদের।

জীবনের ব্যক্তি-দুঃখবোধকে সামাজিক বিন্যাসে রূপান্তরিত করেই সে প্রতিবাদমুখর হয়েছিল—সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ, সামন্তবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। তোতার অকালমৃত্যু তার সাথীদের, সহযোদ্ধাদের বাকরুদ্ধ করে দিয়েছিল। বর্ধমানের 'অরিত্র' নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত ছিল তোতা। অরিত্র ১৯৯৩ সালে থেকে নাটকের মাধ্যমে আবিলতামুক্ত সমাজ গঠনে অঙ্গীকারবদ্ধ। নোঙ্গর, বনসাই, জীবনমৃত্যু, কোলাজ, গায়েন প্রভৃতি মঞ্চ সফল নাটক পরিবেশনা করেছে অরিত্র। গায়েন সঙ্গীতমুখর নাটক প্রায় তিন বছরে ধরে ৩০/৩২টি অভিনয়ে এরা মানুষের খুব কাছাকাছি এসেছিল। তোতা ছিল মূল অভিনেত্রী। প্রেমচন্দ-এর 'সত্যাগ্রহ' গল্পটির নাট্যরূপ হল মোটেরামের সত্যাগ্রহ। নাট্যরূপ দেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। নাট্য পরিচালনা করেন নীলেন্দু সেনগুপ্ত।

এক ডজন প্রশ্ন

১. পৃথিবীর মধ্যে ক্ষুদ্রতম দেশ কোনটি? দেশটির আগে কী নাম ছিল?
২. নাউরু দেশটি কোন মহাদেশে এবং কোন মহাসাগরে অবস্থিত?
৩. নাউরু দেশটি কবে স্বাধীনতা লাভ করে? দেশটি কবে রাষ্ট্রসংঘে অন্তর্ভুক্ত হয়?
৪. নাউরু দেশের পতাকা সরকারিভাবে কবে গৃহীত হয়? সংবিধান কবে সরকারি স্বীকৃত হয়?
৫. নাউরু দেশের সরকারি ভাষা কী? নাউরুর পরিচালন ব্যবস্থা কীরূপ?
৬. নাউরু দেশ কোন সম্পদ বেশি আছে?
৭. নাউরু দেশের জাতীয় পশু কী?
৮. নাউরুর আয়তন কত?
৯. নাউরুর সাক্ষরতার হার কত?
১০. নাউরুর রাজধানী কোথায়?
১১. নাউরু দেশে কোন ধর্মসম্প্রদায় লোক বাস করেন?
১২. নাউরু দেশের বৈশিষ্ট্য কী?

(উত্তর শেষের পাতায়)

কলকাতা বইমেলায় আনুষ্ঠানিক প্রকাশ

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমবায় ও মানব সভ্যতা' গ্রন্থের

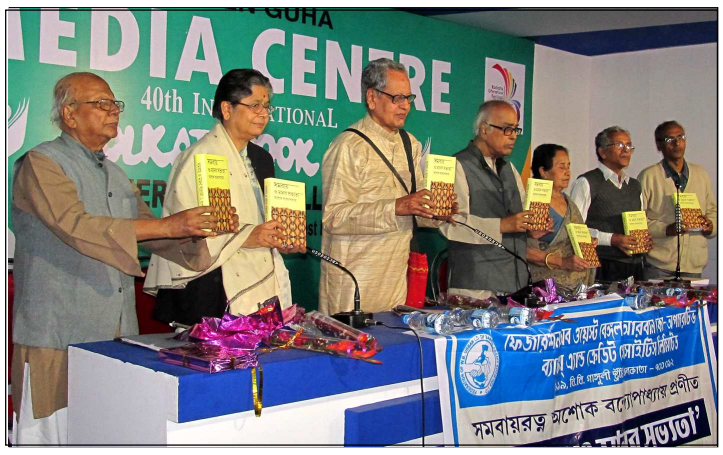

বিশেষ সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩১ জানুয়ারি : গত ২৮ জানুয়ারি কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হল সমবায়রত্ন অশোক বন্দোপাধ্যায়ের 'সমবায় ও মানব সভ্যতা' শীর্ষক একটি গ্রন্থ। বইমেলার মিডিয়া সেন্টারে উপচে পড়া ভিড়ে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমিয় বাগচী সুবৃহত এই বইটির আবরণ উন্মোচন করেন। সমবায় ব্যবস্থার খুটিনাটি তত্ত্বতালাশ করে বৈদিক যুগ থেকে হাল আমল পর্যন্ত সমবায় নিয়ে এরকম একটি গ্রন্থর উদ্বোধন করতে পেরে অভিভূত ডঃ বাগচী। তিনি বলেন অশোকবাবুর অনুরোধে বইটির ভূমিকা লিখতে বসে আমি দেখেছি সংস্কৃত ইংরাজি বাংলা অনেক বইয়ের মধ্য থেকে বইটির উপকরণ সংগ্রহ করেছেন তিনি। এ কাজ অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। প্রধান অতিথি অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্য জানান, বইটি উল্টেপাল্টে দেখেছি, মন ভরে গেছে। মহিলা সমিতি সংক্রান্ত কাজে অশোকবাবু রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হিসাবে অনেক কাজেই প্রভূত সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশের প্রথ্যাত লেখিকা নূরজাহান বোস বলেন, বইটির অঙ্গসৌষ্ঠব অসাধরণ হয়েছে—এরকম একটি বই হাতে পেয়ে আমি আনন্দিত। আমি ৪০ বছর বাস করছি ইংল্যাণ্ডে। বইটির প্রকাশনার মান সুন্দর। অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য জানান, ন্যাশনাল লাইব্রেরি সহ বিভিন্ন লাইব্রেরিতে অশোকবাবু ঘন্টার পর ঘন্টা সময় দিয়েছেন সুবৃহৎ এই বইটির উপাদান সংগ্রহে। দিনে ৫ বার ইনসুলিন নিয়েও একাজে হতোদ্যম হননি। সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সবারই সংগ্রহে এই বইটি স্থান পাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। লেখক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় কিশোর বয়স থেকেই সমবায় আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত থাকার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং জানান আন্দোলনে যুক্ত থাকার ফসলই এ বই। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন—ফেডারেশনের আধিকারিক তুলসী মুখার্জী। উপস্থিত ছিলেন সভাপতি সন্দীপ মণ্ডল, এবং সম্পাদক অনুপ বসু।

গাছ কাটার প্রতিবাদে তাতারপুরের মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩১ জানুয়ারি : মেমারির তাতারপুরে জি টি রোডের ধারে পি.ডব্লু.ডি দপ্তরের দামি দামি বহু পুরানো ৭-৮টি গাছ কাটার অভিযোগ উঠলো মেমারি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির ঘনিষ্ঠর বিরুদ্ধে। যার আর্থিক মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা।

দপ্তরের বিনা অনুমতিতে এবং টেন্ডার ছাড়াই গাছ কাটা চলছিল। এর আগেও মাঝে মধ্যে গাছ কাটা হয়েছে। এবার হাতেনাতে ধরে ফেলে মানুষ। গ্রামের মানুষের ক্ষোভ প্রতিবাদের রূপ নেয়। তৃণমূলি নেতার যোগসাজসেই এই কাজ চলছে বলে তাদের অভিযোগ। শাস্তির দাবি জানায় এলাকার মানুষ।

প্রশাসনের ডাকা প্রীতি ক্রিকেট খেলা বয়কট করলো সাংবাদিকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : জেলা প্রশাসনের ডাকে সাড়া দিলেন না বর্ধমানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংবাদিকরা। বর্ধমান পর পর দুটি মুখ্যমন্ত্রীর সভায় কলকাতা ও জেলার সাংবাদিকদের প্রতি ধারাবাহিক বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে ২৬ জানুয়ারি জেলা প্রশাসনের ডাকা প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ বয়কট করে বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাব। এর আগেও আগস্ট মাসে মুখ্যমন্ত্রীর শততম প্রশাসনিক সভায় বৈষম্যের অভিযোগ ওঠে। পুলিশলাইন মাঠের প্রকাশ্য সভাতেও দৃষ্টিকটুভাবে দু-রকম বিভাজনের প্রয়াস নেওয়া হয়। ১৯ জানুয়ারি মাটি উৎসবের উদ্বোধনও কলকাতা ও জেলার সাংবাদিকদের প্রবেশ থেকে বসার ব্যবস্থা সব কিছু নিয়েই আবার বিভাজনের অভিযোগ ওঠে। এমনকি খবরের প্রয়োজনে বুকলেটও কেবলমাত্র কলকাতার সাংবাদিকদের দেওয়া হয়। এ সবের প্রতিবাদে বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাব প্রীতি ক্রিকেট বয়কটের ডাক দেয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শরদিন্দু ঘোষ জানিয়েছেন, প্রায় দেড়শত সদস্যের কেউই খেলায় অংশ নেননি। জানা গেছে, এছাড়া অন্যান্য অনেক সাংবাদিকই এ প্রতিবাদকে সমর্থন জানায়। এরপরেও জেলা প্রশাসনের সম্বিৎ ফিরবে কি?

চিকিৎসা পরিষেবা লাটে উঠেছে ইস্পাত হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২৭ জানুয়ারি : আজ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার চিকিৎসা পরিষেবার ক্রমাবনতির বিরুদ্ধে এইচ.এস.ই.ইউ(সি.আই.টি.ইউ)-এর পক্ষ থেকে দুর্গাপুর ইস্পাতের মেইন হাসপাতালের প্রবেশ পথে সারাদিন সুচিকিৎসার দাবিতে গণ অবস্থান-বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। এইচ.এস.ই.ইউ (সি.আই.টি.ইউ)-এর পক্ষে অভিযোগ যে ১৯৯১ সালে নয়া অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণের পর থেকেই দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার চিকিৎসা পরিষেবার ক্রমাবনতি হয়েছে এবং বর্তমানে ভয়াবহ আকার নিয়েছে। ৬০০ বেডের মেইন হাসপাতালে প্রতি বছরে বহির্বিভাগে প্রায় ১০ লক্ষ চিকিৎসা করান এবং প্রায় ৩০ হাজার রোগী ভর্তি হয়। অথচ এই বিপুল পরিমাণে রোগীদের চিকিৎসা সহ ৫ টি হেলথ সেন্টার (এর মধ্যে মেইন হাসপাতালে ৩ শিফটের জন্য মোট ৯০ জন নার্স রয়েছেন), ২৬ জন ফার্মাসিস্ট (বিগত ২৪ বছরে একজনও ফার্মাসিস্ট নিয়োগ হয় নি), ৯২ জন ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রয়েছেন। অন্যান্য মেডিকেল ও টেকনিক্যাল স্টাফের সংখ্যা তথৈবচ। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ট্রমা সেন্টার হয়নি। চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি অপ্রতুল এবং যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে না। নিম্নমানের ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে ব্লাড ব্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন পরিষেবার গুরুতর ত্রুটি সামনে এসেছে। হাসপাতালে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার শ্রমিক-কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত, তাদের পরিবারবর্গদের সাথে দুর্গাপুরে অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সংস্থা এবং মেডিক্লেমের রোগীদের চিকিৎসা হয়। বহিরাগত ও মেডিক্লেমের রোগীদের চিকিৎসা-বাবদ বছরে হাসপাতালের আয় প্রায় ১০ কোটি টাকা। বিগত ১১ বছরে ধরে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা লাগাতার মুনাফা করলেও এবং এইচ.এস.ই.ইউ(সি.আই.টি.ইউ)-এর পক্ষে লাগাতার আন্দোলনের চাপে মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিলেও প্রকৃতপক্ষে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা ও সেইল কর্তৃপক্ষ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতির জন্য কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বলে এইচ.এস.ই.ইউ(সি.আই.টি.ইউ)-এর পক্ষে বিশ্বরূপ ব্যানার্জী অভিযোগ করেন। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ইস্পাত মন্ত্রকের চাপ আছে বলে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা ও সেইল কর্তৃপক্ষ দায় এড়াতে চাইছে বলেও তিনি অভিযোগ জানান। সি.আই.টি.ইউ-এর সর্বভারতীয় সম্পাদক ও রাজ্যসভার সাংসদ তপন সেন এ বিষয়ে সেইল কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানালে সমস্যা মেটানোর আশ্বাস মিললেও কোনো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে বিশ্বরূপ ব্যানার্জী অভিযোগ করেন। সেই কারণেই আজকের অবস্থান বিক্ষোভ। দাবি না মিটলে ভবিষ্যতে লাগাতার আন্দোলনের দিকে এইচ.এস.ই.ইউ(সি.আই.টি.ইউ) যাবে বলে তিনি জানান। আজকের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিশ্বরূপ ব্যানার্জী, নন্দলাল দাস সহ এইচ.এস.ই.ইউ-এর দুর্গাপুর ইস্পাত ও মিশ্র ইস্পাত শাখার অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

বিবেক ও ‘বোকাদের’ কথা

অশ্বিনীকুমার

পশ্চিমবঙ্গের বহু স্বাস্থ্যকেন্দ্র চিকিৎসকের অভাবে ধুঁকছে। সরকার চেষ্টা করছে নানাভাবে চিকিৎসক নিয়োগ করতে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগ দেওয়ার পর বহু চিকিৎসক কঠিন বাস্তবের মুখোমুখী হয়ে হতোদ্যম হয়ে পড়ে। মেডিকেল কলেজের ঘেরাটোপের মধ্যে মাথার ওপর সিনিয়র ডাক্তারদের সহযোগিতার মধ্যে চিকিৎসা করা আর খোলা ময়দানে, নাছোড় মানুষদের হাজার প্রশ্নের মাঝে মাথা ঠাণ্ডা রেখে চিকিৎসা করার মধ্যে অনেক ফারাক।

মেডিকেল কলেজে আছে নানা দামী যন্ত্রপাতি। আছে উন্নত ল্যাবরেটারির সুযোগ-সুবিধা। আছে আলোচনা করার বন্ধু, শিক্ষক, এক্স-রে, অলট্রাসাউন্ড, সিটি স্ক্যান ইত্যাদি নানা আধুনিক প্রযুক্তি। একজন চিকিৎসককে তৈরি করে এসব আধুনিক জিনিস ব্যবহারের মাধ্যমে চিকিৎসা-পরিষেবাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে। মেডিকেল কলেজে আছে লাইব্রেরি। অনেক শিক্ষক লাইব্রেরি ব্যবহার করেন নানা জটিল রোগ নির্ণয়ের জন্য। জুনিয়র ডাক্তাররা এর ফলে উপকৃত হন। রোগীও উপকৃত হন, বলাই বাহুল্য। কিন্তু মেডিকেল কলেজে রোগীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। প্রায় সব মেডিকেল কলেজে বেড পাওয়া খুব কঠিন, তবুও সর্বস্তরের কর্মীরা চেষ্টা করেন রোগীকে জায়গা করে দিতে। নার্সিংস্টাফদের কাজ খুব কঠিন হয়ে পড়ে, যখন একটি বিছানায় দু'জন থাকতে বাধ্য হন। সৎ চেষ্টার পাশাপাশি ফাঁকিবাজিও আছে। কাজ না করা, রোগীর অভিযোগ না শোনা, রোগীর বাড়ির লোককে এড়িয়ে যাওয়া, রোগীকে হাসপাতালে থাকতে নিরুৎসাহিত করার মতো গর্হিত কাজও কেউ কেউ করেন। সাধারণভাবে মেজিকেল কলেজগুলি রোগীর চাপে পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, সুচারু পরিষেবা দিতে সফল এমন দাবি করা ভুল। ঘাটতি আছে। তার মধ্যে অনেক মানুষের আন্তরিক প্রচেষ্টা আছে, একথা ভুললে চলবে না।

ছবিটা অনেকটাই পাল্টে যায়, যখন কোনো গ্রামীণ হাসপাতালের দিকে তাকানো হয়, তখন। অতি সাধারণ মানের পরিষেবা-ব্যবস্থা, নিরাপত্তাহীনতা, উপরতলার সরকারি কর্তাদের উদাসীনতা একজন নতুন ডাক্তারকে হতাশ করে, ভীত করে। একজন নার্সিংস্টাফ এরকম জায়গায় এসে ভাবেন, এ কোথায় এলাম? অবস্থা আরও কঠিন হয়। যখন ওইসব প্রত্যন্ত প্রান্তের স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দীর্ঘদিনের পোড়খাওয়া কোনো কর্মচারী তার দুরবস্থার কথা তাকে বার বার মনে করিয়ে দেয়, আর জানতে চায়,তার মামা, কাকা, কেউ সরকারি উচ্চপদে আছে কিনা? সোজা কথা, কেউ ধরবার মতো থাকলে, এখান থেকে পাততাড়ি গুটাও, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। বেচারা নার্স, ডাক্তার জীবনের অভিজ্ঞতায় ততটা পোড় খায়নি। ফলে তারা ভেঙে পড়ে। ভাবে তাদের মতো হতভাগ্য কেউ নেই। যন্ত্রপাতি নেই, ওষুধ অপর্যাপ্ত, রোগীর লাইন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বাইরে অবধি চলে যায় প্রতিদিন। ছুটির দিনে কোয়ার্টারের দরজায় ধাক্কা। সময় অসময় মেনে রোগ আসে না। ফলে কার্যক্ষেত্রে ডাক্তার, নার্সদের কাজের সময় দিনের মধ্যে চব্বিশঘন্টা। রোগী দেখে, একটু খারাপ মনে হলে সোজা মেডিকেল কলেজে রেফার। রেফারের ঠেলায় মেডিকেল কলেজের নাভিশ্বাস; নাভিশ্বাস রোগী ও তার বাড়ির লোকের। একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় রোগী নিয়ে শুধু ছুটোছুটি। চিকিৎসা হবে কখন?

এসবের মধ্যে আছে নানা ধরনের ‘দাদাদের’ মাতব্বরি। মাঝে মাঝে এসব ‘পরোপকারী’ দাদারা আসে স্যাঙাৎদের নিয়ে। গ্রামীণ হাসপাতালের সর্বত্র তাদের অবাধগতি। সবাইকে ‘বুঝিয়ে’ দিতে এরা সদা তৎপর। ওদের রেফার ফেরায় কার সাধ্যি? বকলমে এরাই হাসপাতালের চলমান সুপার। এদের মুখের বুলি বাংলা ভাষার এক বিশেষ সম্পদ। এরা চাইলে কত কি করতে পারে, তার ফিরিস্তি দিয়ে আবার ফিরে এসে সব দেখভাল করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এরা মিলিয়ে যায় ঝোড়ো বাতাসের মতো। বিপর্যস্ত ডাক্তার নার্স শুকনো মুখে অপেক্ষা করে ট্র্যান্সফারের জন্য। পুরানো কর্মীরা বলে, এসব তাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে।

ছোটোবেলায় এইসব ডাক্তারদের নার্সদের অনেকে ভেবেছিল, মানুষের সেবা করবে। হয়তো কোথাও বলেও ছিল এসব কথা। এখন ভাবে অন্য কথা। সেবা করার এমন সুযোগ তারা কল্পনাও করেনি। মেডিকেল কলেজে মাঝে মধ্যে গোলমাল দেখেছে। ওরা জানে, ওসব গ্রামের মাতব্বরদের যারা বড়োভাই, তারা মেডিকেল কলেজের ডাক্তার, নার্স ও অন্যসব কর্মীদের ট্র্যান্সফার নামক বিষয়বস্তুর নিয়ামক। কিন্তু হাসপাতালে ঢুকে মুখের ওপর হাত নাচিয়ে নিজেদের জাহির করার মতো ঘটনার মুখোমুখি হওয়ার অনুভূতি এইসব নতুন পাশ করা ডাক্তারদের মন ভেঙে দেয়। সাগরের ওপার থেকে সিনিয়র দাদাদের হাতছানি বড়ো বেশি বাস্তব হয়ে ওঠে। ওরা নিজেদের হতভাগ্য ও ওইসব দাদাদের সৌভাগ্যের অধিকারী হিসাবে দেখে। হয়তো কেউ কেউ সফল হয় পাড়ি দেয় ‘স্বপ্নের’ দেশে। যারা রইল পিছে, তারাও খুঁজে নেয় বড় শহরে কোনো প্রাইভেট হাসপাতালের চাকরি। সেখানে কাজের শেষে বাড়ি ফিরে নিশ্চিন্ত টিভি চ্যানেল আছে, আছে এ সি, আছে নন্দন, ভিক্টোরিয়া, ময়দান। গ্রামীণ হাসপাতালের কোয়ার্টার ডুবে যায় অন্ধকারে। আলো জ্বালানোর কেউ নেই। আবার কবে ডাক্তার আসবে কেউ জানে না। খালি হয় হাসপাতালের বিছানা। গ্রামের লোক জেনে যায় ডাক্তার নেই। কিছুদিন পর দিদিমনিও উধাও। ফাঁকা হাসপাতাল চত্বরে তাসের আড্ডা, জুয়ার ঠেক তৈরি হয়; যেমন ঘুণ ধরে পরিত্যক্ত বাসার আনাচে কানাচে। দেশ এগিয়ে চলে এইভাবে। পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা, সরকারি প্রতিশ্রুতির ঝলকানি, সরকারি প্রশাসকদের শানিত বুদ্ধি, সব পথ হারায় এইসব গ্রামীণ হাসপাতালের অন্ধকার কোন-কানাচিতে।

এতসবের মধ্যেও দু-একজন ‘বোকা’ ডাক্তার টিকে যায়। লোকে তাদের পাগল বলে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো বুদ্ধিহীন এযুগেও আছে? অবাক হয় অনেকে। এসব ‘বোকাদের’ বন্ধুরা বোঝায়—বিনায়ক সেন সবাই হতে পারে না। সবাই হতে পারে না নর্মান বেথুন, দ্বারকানাথ কোটনিশ। এমন বিনায়ক সেনদের জন্য জেলের দরজা খোলা। আর সব দরজা বন্ধ। দেশ এভাবে এগিয়ে চলেছে। ‘বোকারা’ এসব বোঝেনা। তারা ভুল করবেই। এইসব ‘বোকার’ দল বিবেকের দরজায় ঘা দেবেই। বেশ আরামে ঘুমিয়ে ছিল বিবেক। খুঁচিয়ে তাকে তুলে আপদ ডাকা কেন? মরতে চাইলে তোরা মর বিবেক মাথায় করে। যে ঘুমিয়ে আছে তাকে শান্তিতে ঘুমোতে দে। চারিদিকে এত কোলাহল, এত হানাহানি, এত কান্নার রোল, অনাহারে মৃত্যু, তবুও ঘুম যাদের অটুট, ‘বোকার’ দল তাদের বিবেকের দরজায় ঘা দিয়ে চলে দিনরাত। কবে বুদ্ধি হবে এইসব ‘আহাম্মকদের’?

প্যারিসের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন এবং নব্যপ্রযুক্তিতে প্রস্তাবিত কাজের ক্ষেত্র

তাপস সামন্ত

বিগত ২৯ নভেম্বর, ২০১৫ থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ ফ্রান্সের প্যারিস শহরে জলবায়ু পরিবর্তনের উপর পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে Conference of Parties (COP-21) on Climate Change বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন হয়ে গেল। এই সম্মেলনের উদ্বোধনে প্রায় ১৫০টি দেশের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকলেও সামগ্রিকভাবে ‘ধরি মাছ না ছুঁই পানি’র মতো যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাকেই Paris Agreement বা প্যারিস চুক্তি বলে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। এই চুক্তির মূল বক্তব হলো—শিল্প বিপ্লবের আগের (অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ) গড় তাপমাত্রা থেকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা যাতে কোন মতেই ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি না হয়। উদ্যোগ নিতে হবে যাতে এই বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মধ্যে বেঁধে রাখা যায়। এই চুক্তির বাস্তবিক প্রয়োগিক সমস্যা ও তজ্জনিত রাজনীতি নিয়ে পৃথিবীর শিল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিরোধে আরো ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। এই চুক্তির মূল ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে, পৃথিবীর দেশগুলির দীর্ঘদিন নির্লিপ্ত থাকার পর একেবারে শেষ মুহূর্তে প্রায় অর্বাচীনের মত গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমণের স্বেচ্ছা ঘোষণাপত্র (Intended Nationally Determined Contribution) জমা দেওয়ার উপর। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশগুলির জমা দেওয়া স্বেচ্ছা ঘোষণাপত্র ও প্যারিস চুক্তি পারস্পরিকভাবে স্ববিরোধিতায় ভরা। তবে, বর্তমান আলোচনার মূল উদ্দেশ্য জলবায়ু পরিবর্তনের এই অভ্যন্তরীণ আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে নয়। বরং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যাগুলি মোকাবিলা করার জন্য আমাদের দেশের স্বেচ্ছা ঘোষণাপত্রে (INDC-তে) যে নব্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে প্রস্তাব করা হয়েছে তার সম্ভাব্য কাজের ক্ষেত্রটি নিয়ে আলোচনা করা। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভারত পৃথিবীর মাত্র ২.৪ শতাংশ স্থলভাগ ব্যবহার করে ১৭.৫ শতাংশ মানুষকে আশ্রয় দিচ্ছে। আমাদের দেশেই পৃথিবীর ৩০ শতাংশ গরিব মানুষ বাস করে। পৃথিবীর ২৪ শতাংশ বিদ্যুৎ ব্যবহার না করা মানুষ আমাদের দেশের বাসিন্দা। এই ভারতবর্ষেই পৃথিবীর ৩০ শতাংশ জ্বালানী কাঠ ব্যবহারকারী মানুষের বাসস্থান। ২০১১ সালে আমাদের দেশে জনপ্রতি গড় বাৎসরিক শক্তির ব্যবহার ছিল ০.৬ টন তৈল-তুল্যাঙ্ক পরিমাণ। যেখানে পৃথিবীর জনপ্রতি গড় বাৎসরিক শক্তির ব্যবহার ছিল ১.৮৮ টন তৈল-তুলাঙ্ক পরিমাণ। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে, কোনো

দেশেই জনপ্রতি ৪ টন তৈল-তুলাঙ্ক পরিমাণের কম গড় বাৎসরিক শক্তি ব্যবহার করে ০.৯ বা তার বেশি মানবোন্নয়ন সূচকে পৌঁছুতে পারে না। বর্তমানে আমাদের দেশ ০.৫৮৬ মানবোন্নয়ন সূচক নিয়ে পৃথিবীর মধ্যে ১৩৫ তম স্থান অধিকার করে রয়েছে। নিচের পরিসংখ্যান থেকে ভারতের ভবিষ্যতের অর্থনীতির কিছুটা আগাম ধারণা করা যেতে পারে।

বিষয়	২০১৪ সাল	২০৩০ সাল
জনসংখ্যা	১২০ কোটি	১৫০ কোটি
শহুরে জনসংখ্যা	৩৭.৭ কোটি	৬০.৯ কোটি
(GDP ২০১১-১২	১০,৬৪,৪০০	৩৯,৭৩,৫০০
মূল্য অনুযায়ী)	কোটি টাকা	কোটি টাকা
বিদ্যুতের চাহিদা	৭৭,৬০,০০০ কোটি ওয়াট ঘন্টা	২,৪৯,৯০,০০০ কোটি ওয়াট ঘন্টা

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যাকে প্রতিহত করার জন্য, ভারত স্বেচ্ছা ঘোষণাপত্রে ২০২০ সাল নাগাদ ২০০৫ সালের GDP-র ২০-২৫ শতাংশ নির্গমণ হ্রাস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ইতিমধ্যে UNEP তাদের Emission GDP Report ২০১৪ -তে স্বীকার করেছে যে, ভারত একমাত্র দেশ যারা তাদের স্বেচ্ছা ঘোষণা অনুযায়ী লক্ষ্যে পৌঁছুতে পেরেছে। উন্নয়নের লক্ষ্য স্থির রেখে ভারতকে নির্গমণ হ্রাসের কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছুতে গেলে অবশ্যই বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রযুক্তির পরিবর্তন ঘটাতেই হবে। কারণ, পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি মনে করে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমণের জন্য ভারত ও চীনে ব্যবহৃত কয়লা-নির্ভর পুরানো প্রযুক্তির বিদ্যুৎ উৎপাদনও অনেকাংশে দায়ী। সেই কারণেই ১৪৪ টি পুরানো তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রকে বাধ্যতামূলকভাবে high efficiency super critical প্রযুক্তিতে রূপান্তরের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

স্বেচ্ছা ঘোষণাপত্র অনুযায়ী ভারতের বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ব্যাপক ও যুগান্তকারী পরিবর্তন আসতে চলেছে। ইতিমধ্যেই ভারত অপ্রচলিত শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ২০০২ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে renewable grid capacity প্রায় ছয় গুণ বেড়েছে। এই বৃদ্ধি ২-৯ মেগাওয়াট (২শতাংশ) থেকে ৩৬ মেগাওয়াট (১৩ শতাংশ) হয়েছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে এর পরিমাণ ১৭৫ মেগাওয়াট ধার্য্য করা হয়েছে। বর্তমানে ভারতে ২৩.৭৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বায়ুশক্তি থেকে তৈরি হয়েছে। আগামী ২০২২ সাল নাগাদ এর পরিমাণ ৬০ মেগাওয়াট করা হবে। ২০০৫ সালে ভারতে যেখানে ৩.৭ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো সেখানে ২০১৫ সালে ৪০৬০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা ভারত সরকার ইতিমধ্যেই নিয়েছে। এই কাজে সাফল্য পাওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই বিস্তৃত পরিকল্পনা করেছে। এছাড়াও জৈব পদার্থ থেকে বিদ্যুৎ এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলি ছাড়াও বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত গৃহস্থ বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিন সরঞ্জামের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন আসতে চলেছে।

সৌর বিদ্যুতের ক্ষেত্রে ২৫টি সোলার পার্ক তৈরির কথা ভাবা হচ্ছে। আল্ট্রা মেগা সোলার পাওয়ার প্রোজেক্ট তৈরির কথা ভাবা হচ্ছে। ক্যানাল টপ সোলার পাওয়ার তৈরির কথা ভাবা হচ্ছে। কোচিতে পৃথিবীর প্রথম সৌর বিদ্যুৎ পরিচালিত বিমান বন্দর স্থাপিত হচ্ছে। কৃষকদের জন্য ইতিমধ্যেই ১০০০ টি সোলার পাম্প তৈরির কথা ঘোষিত হয়েছে। ধাপে ধাপে দেশের ৫৫০০০ পেট্রোল পাম্পকে সৌরশক্তি দ্বারা পরিচালিত করার কথা ভাবা হচ্ছে। সৌরশক্তি দ্বারা চালিত ছোট রিক্সা ও ছোট গাড়ি বাজারে আসার সম্ভাবনাও প্রচুর। আসলে, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমণকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে গেলে আমাদের Green Energy উৎপাদন করতেই হবে। এরই সাথে সাথে আমাদের গার্হস্থ জীবনে দৈনন্দিন ব্যবহৃত বহু সরঞ্জাম সৌর বিদ্যুৎ নির্ভর হবে। যেখানে আমাদের প্রচুর পরিমাণে এই প্রযুক্তির জন্য দক্ষ কারিগর প্রয়োজন হবে। সুতরাং একদিকে এই প্রযুক্তির সম্ভাবনাময় প্রসার যেমন গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমণের মাত্রা হ্রাস করবে তেমনই এই প্রযুক্তি কারিগরি দিকটা ধীরে ধীরে বিকশিত বা উন্মোচিত হতে থাকবে।

সম্প্রতি সংকল্প পিপ্‌লস ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি তাদের হাটুদেওয়ান, বর্ধমানের অফিসে প্রায় ৫০ জন শিক্ষানবিশকে নিয়ে তাদের ৭দিন ধরে এই প্রযুক্তির ব্যবহারিক দিকগুলির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। প্রশিক্ষিত কর্মীদের নিজ নিজ এলাকায় যথাসম্ভব এই প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ দিতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষকে কারিগরি পরিষেবা দিতে হবে। কাজের প্রতি আমাদের নিষ্ঠা ও একাগ্রতা থাকলে ধাপে ধাপে এই সমস্ত সংকল্প-বাহিনী, তাদের এলাকায় একজন দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য বিকল্প সৌর-প্রযুক্তির বিশেষজ্ঞ কারিগর হয়ে উঠবে। তাই আগামী দিনে বিকল্প শক্তির সম্ভাবনাময় এই কাজের পরিসরটিতে যোগ্য কর্মী গড়ে তোলা একদিকে যেমন নতুন কাজের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, অপরিদিকে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমণের মাত্রা হ্রাসের ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়াও হবে।

শাসক ও পুলিশের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সি পি আই(এম)-এর সাহসিক সমাবেশ কুসুমগ্রামে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ জানুয়ারি : পাঁচ বছরে সরকারের কাজকর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে যতই মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে ততই শাসকগোষ্ঠী মরিয়া আক্রমণ শানাচ্ছে। জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া শাসকদল বিরোধীদের জনসভা বানচাল করার চেষ্টা করেও আবার পিছু হটলো কুসুমগ্রামে। দোসর পুলিশ মানুষের কাছে হার মানলো। ২৬ জানুয়ারি কুসুমগ্রামে সি পি আই(এম)-এর ডাকে বিশাল সমাবেশে যোগ দেয় হাজার হাজার লড়াকু মানুষ।

গত ২৩ জানুয়ারি কুসুমগ্রামে সি পি আই(এম) জনসভা করার অনুমতি চায় মন্তেশ্বরের থানার ওসি-র কাছে। শাসক দলের নির্দেশে ওসি জানিয়ে দেয় ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত সভা করা যাবে না। পরের দিন ২৭ জানুয়ারি সি পি আই(এম) জনসভা করার প্রস্তুতি নেয়। ভয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে তৃণমূলিরা রিভলভার নিয়ে হুমকি দেয় এবং হামলা চালায়। গুরুতর আহত হন সি পি আই(এম) নেতা রুবেন রায় সহ ৬ জন। পুলিশের সামনে ঘটলেও একজনও গ্রেপ্তার হয়নি। ঘটনাস্থলে স্থানীয় বিধায়ক এবং সি পি আই(এম) নেতা মহম্মদ হেদায়েতুল্লাহ এসে মঞ্চ বেঁধে সভা করার উদ্যোগ নেন। সাথ দেয় অসংখ্য মানুষ। শাসক দলের ফতোয়াকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিভিন্ন গ্রাম থেকে লড়াকু মানুষ জনসভায় যোগ দেয়। প্রধান বক্তা ছিলেন সি পি আই(এম) রাজ্য নেতা অমল হালদার, তাপস চ্যাটার্জী এবং মহম্মদ হেদায়েতুল্লাহ।

তৃণমূলিদের উদ্দেশ্যে অমল হালদার বলেন, এবার বিসর্জনের পালা। যতই নির্বাচন এগিয়ে আসছে ততই ওরা ভয় পাচ্ছে। যদি প্রকৃত উন্নয়ন হতো তাহলে আক্রমণ করতে হতো না। জনবিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষকে ভয় পাচ্ছে। মানুষকেও প্রতিরোধ করে ওদের ভোটলুট আটকাতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্প নিয়ে বিভ্রান্তি ঘটাচ্ছে। ২ কোটি ৮৩ লক্ষ মানুষকে বাদ দেওয়া হলো কেন? কৃষক ধানের দাম পাচ্ছে না, বেকাররা কাজ পাচ্ছে না। বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে বিদায় দেওয়ার ডাক দেন তিনি।

মাধবডিহিতে অনিল সাঁতরার স্মরণসভা

শহিদ অনিল সাঁতরা স্মরণে সি পি আই(এম)-এর পতাকা উত্তোলন করছেন জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক। ১৯৭২ সালে ৩১ জানুয়ারি দেওয়াল লিখনের সময় কংগ্রেসি ঘাতকদের হাতে খুন হয়েছিলেন অনিল সাঁতরা।

তৃণমূলের জেলা সম্মেলনে রান্নার কাজে লাগানো হলো মিড-ডে-মিল কর্মীদের

কালনায় তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সম্মেলনে কাজে লাগানো হয়েছে স্কুলের মিড-ডে মিলের কর্মীদের

শুরু হলো মাধ্যমিক পরীক্ষা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ জানুয়ারি : আজ মাধ্যমিক পরীক্ষা বাংলা প্রথম পত্র দিয়ে শুরু হচ্ছে। চলবে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। কার্যত একমাস আগে এবার পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। পরীক্ষার্থীরা এবার সময় কম পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা নির্বাচনকে সামনে রেখে পরীক্ষা এগিয়ে নিয়ে আসায় স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ নিয়ে সরকারের সমালোচনা হয়েছে। এবার জেলায় পরীক্ষার্থী ৯০ হাজার ২১১ জন। যা গত বছরের তুলনায় দশ হাজার বেশি। এজন্য জেলাতে ২২৪টি পরীক্ষাকেন্দ্র ঠিক হয়েছে। সুষ্ঠু পরীক্ষা চালাতে প্রশাসন এবং পর্ষদ ব্যবস্থা নিয়েছে। স্পর্শকাতর এলাকায় সি সি টি ভি বসানো হবে। মূলত যেসব কেন্দ্রে গতবার টোকাটুকি হয়েছে সেখানে থাকবে এই ক্যামেরা। পরিবহন দপ্তর নির্দেশ দিয়েছে বাস মালিকদের অতিরিক্ত বাস চালাতে। যদিও প্রতিটি রুটে নিয়মিত অনেক বাস বন্ধ হয়ে গেছে। মাইক বাজানো ৭২ ঘন্টা আগে থেকেই বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে দু'জন করে পুলিশকর্মী রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। কেন্দ্রে ২০০ মিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি থাকবে। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের আঞ্চলিক অধিকর্তা জানান চূড়ান্ত প্রস্তুতি শেষরাত পোহালেই নির্বিঘ্নে পরীক্ষা শুরু হবে।

বনকর্মীদের রাজ্য সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ জানুয়ারি : ওয়েস্ট বেঙ্গল সাব-অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস এ্যাসোসিয়েশনের ৫৭তম রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন হল প্রবীর সেনগুপ্ত নগর কর্মচারী ভবন (রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি দপ্তর) বর্ধমানে। উদ্বোধন করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির দপ্তর সম্পাদক গোপাল পাঠক। তিনি বলেন, গত সাড়ে চার বছরে সরকার পরিবর্তনের পরে দেখা যাচ্ছে রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত শুধু নয়—শাসক দলের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। সরকার প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে কর্মীদের বদলি করছে। অথচ নতুন কোনও নিয়োগ নেই। যাও বা নিয়োগ হচ্ছে চুক্তিভিত্তিক—এদের কোনও ভবিষ্যত নেই। ২৭৫ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্মেলন শুরু হয়েছে এদিন। চলবে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রতিবেদন পেশ করেন সংগঠনের সম্পাদক উল্লাস নাথ। ২৪ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। জবাবি ভাষণ দেন সংগঠনের রাজ্য নেতা অমল চক্রবর্তী। এছাড়া বক্তব্য রাখেন রঞ্জিত দত্ত, প্রণব আইচ, বিশ্বনাথ দে, জয়ন্ত ধারা প্রমুখ।

সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে গৌতম চ্যাটার্জী এবং অমল চক্রবর্তী।

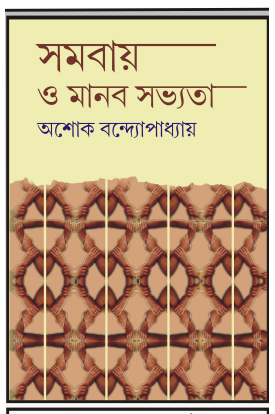

মূল্য : ৫০০ টাকা

সমবায়রত্ন

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

'সমবায় ও মানব সভ্যতা'

প্রকাশিত হয়েছে

পাওয়া যাবে—ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ও নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তরে।

মূল্য : ৩০০ টাকা

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রণীত

'বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ'

(দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত হয়েছে

পাওয়া যাচ্ছে 'নতুন চিঠি' পত্রিকা দপ্তর, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, বর্ধমান, দুর্গাপুর, কলকাতা বইমেলার এন.বি.এ ও গণশক্তির স্টলে।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি সেখ আনসুর, পিতা - সেখ আজাহার, মিরছোবা দক্ষিণ, পোঃ - শ্রীপল্লী, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১১ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম SEKH TARIKUL ISLAM,পিতা -SEKH ANSUR যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত JARIKUL ISHLAM, পিতা - SK ANSAR নথিভুক্ত হয়েছে। SEKH TARIKUL ISLAM,পিতা -SEKH ANSUR এবং JARIKUL ISHLAM, পিতা - SK ANSAR এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সুমনা সরকার, স্বামী - বিপ্লব সরকার, গ্রাম ও পোঃ - কামারগড়িয়া, থানা - মাধবডিহি, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৯ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম RIDDHIMA SARKAR, পিতা - BIPLAB SARKAR , যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত RIDHIMA SARKAR নথিভুক্ত হয়েছে। RIDDHIMA SARKAR এবং RIDHIMA SARKAR, পিতা - BIPLAB SARKAR এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। নাউরু, প্লেজান্ট আইল্যাণ্ড; ২। ওশিয়ানিয়া, প্রশান্ত মহাসাগর; ৩। ৩১ জানুয়ারি ১৯৬৮, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯; ৪। ৩১ জানুয়ারি, ১৯৬৮; ৫। নাইজেরিয়ান, ইংরেজ; ৬। ফসফেট; ৭। গ্রেট ফ্রিগেটবার্ড; ৮। ২১.২ বর্গ কিমি; ৯। ৯৫ শতাংশ; ১০। ইয়ারেন; ১১। খ্রিস্টান ৯৫ শতাংশ, অন্যান্য ৫ শতাংশ; ১২। একটি মাত্র রিংরোড ধরে হাঁটলে যারা দেশটি দেখা হয়ে যায়।

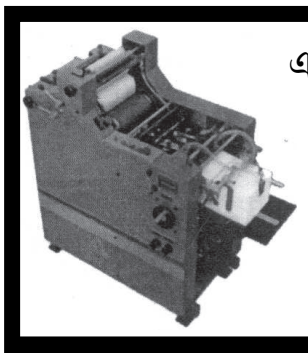

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

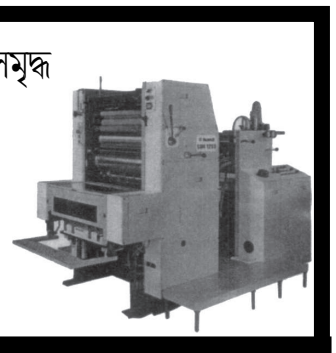

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা